গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা

নং-৫২.০০৫.০৩৩.০০.০০.৪৯০.২০০৬- ৩৩

তারিখঃ ০৭ মাঘ ১৪২০ / ২০ জানু: ২০১৪

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুর রহিম, উপ-পরিচালক সেন্সাস উইং-এর বিরুদ্ধে উপ-প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্পে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং যথাযথ কর্তৃক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বিভিন্ন তারিখে মোট ১২,৭৩,৬৩,১৭৯/-(বার কোটি তিহাত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত ঊনাশি) টাকা উত্তোলনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। একই সাথে ০২/০৪/২০১৩ তারিখে ৪৯,২৭,৫৪০/- (ঊনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা ভাঙ্গানোর জন্য চেক ইস্যু করা হয়। ব্যাংক হতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে চলমান অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রচার কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে এরুপ কর্মকান্ড ও উক্ত রুপ লেনদেন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়মের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের ৫২.০০৫.০৩৩. ০০.০০. ৪৯০ .২০০৬-১৭১ নং স্মারকে তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা), ১৯৮৫ এর ১১ বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় ; এবং

যেহেতু, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৯ মে ২০১৩ তারিখের ৫২.০০৫.০৩৩. ০০.০০.৪৯০.২০০৬-২২৯ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী জারী করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারা অনুযায়ী কেন তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না অথবা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, তা এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুর রহিম, উপ-পরিচালক ১৬/০৬/২০১৩ তারিখে অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ০২/৭/২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুর রহিম-এর লিখিত ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহনযোগ্য না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনায় উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করত: প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ৭ জুলাই ২০১৩ তারিখের ৫২.০০৫.০৩৩.০০.০০.৪৯০.২০০০৬-৩২০ নং স্মারকে জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম, উপসচিব-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন ; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরনের অভিযোগ সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে গুরুদন্ড 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' (dismissal from service) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ০২/১০/২০১৩ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন। নোটিশের জবাব পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তের' (dismissal from service) আদেশ বহাল রাখা হয় ; এবং

যেহেতু, আনীত অভিযোগ, তাঁর জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত দন্ড প্রদানের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা' ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) ধারামতে 'চাকুরি হইতে বরখাস্ত' এর দন্ড আরোপ করার ক্ষেত্রে একই বিধিমালার বিধি ৭(৭) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় ; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৯/১২/২০১৩ তারিখের ৮০.১০৮.০৩৪.০৭.৫২.০৫৪. ২০১৩-২৬৬ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ আবদুর রহিম, উপ-পরিচালক-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত